৭৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

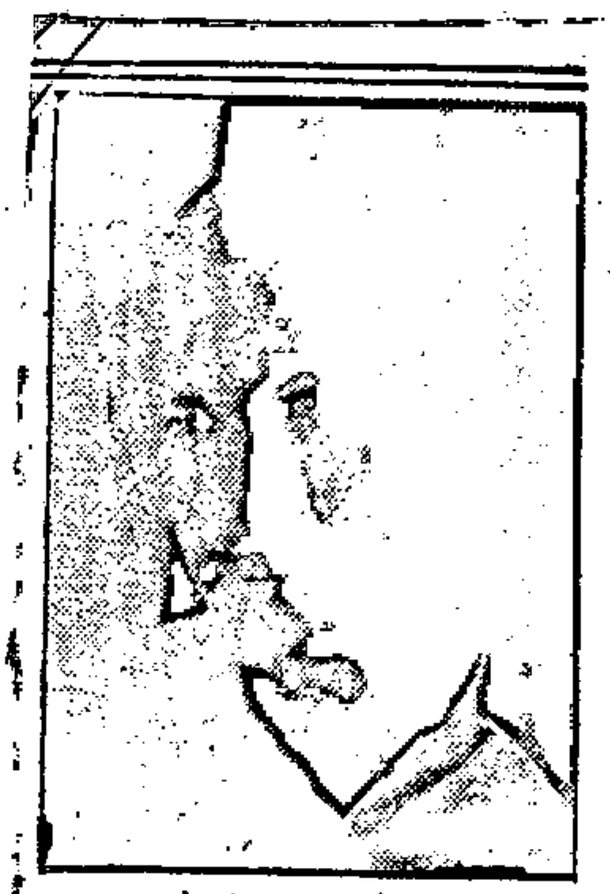

অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের ইন্তেকাল

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক ও গীতিকার অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল গতকাল শনিবার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে- -রাজেউন)।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সোহরা-

(৭-এর পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রপতির শোক

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

রাষ্ট্রপতির শোক

(১ম পাতার পর)

বাসস জানায়, রাষ্ট্রপতি এক শোকবার্তায় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার অবদানের উল্লেখ করে বলেন, আবু হেনা তার সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানকে সমুন্নত রাখতে সবসময় প্রয়াস চালিয়েছেন।

তিনি বলেন, আবু হেনার মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতী সন্তানকে হারালো। তার এই মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রাষ্ট্রপতি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

(১ম পাতার পর)

ওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। গতকাল বিকেল পৌনে ৩টায় সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

অধ্যাপক হেনা বেশ কিছুদিন থেকে হৃদরোগে ভুগছিলেন। গত বছর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালেই তিনি কিছুদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল বিকেলে তার লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বাস ভবনে আনা হয়। আজ রোববার আছর নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে মরহুমের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে তার শেষ কর্মস্থল বাংলা একাডেমীতে লাশ রাখা হবে।

গত মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি হবার আগের দিন তিনি অধ্যাপিকা নাজমা জেসমিন চৌধুরীর মৃত্যুতে বাংলা একাডেমী আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অসংখ্য অনুষ্ঠানের উপস্থাপক অধ্যাপক হেনার নেয়া শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটিও ওইদিন প্রচারিত হয়।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী অধ্যাপক হেনা ১৯৩৬ সালের ১২ই মার্চ পাবনার গোবিন্দা গ্রামে জন্ম নেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি এ অনার্স এবং পরের বছর একই কৃতিত্বের সাথে এম এ ডিগ্রী নেন। ১৯৬৯ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগে যোগ দেয়ার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু হয়।

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেয়ার পর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-শেষে '৭৮-এর নভেম্বরে তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। ১৯৮৪ সালে সরকার তাকে শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে নিয়োগ করেন। '৮৬ সালে তাকে একই পদে বাংলা একাডেমীতে বদলি করা হয়।

অধ্যাপক হেনার ৩টি কবিতার বই, দু'টি সংকলন এবং একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে। গত বছর প্রকাশিত কবিতার বই-'আক্রান্ত গজল' তার শেষ প্রকাশনা। লেখার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি '৭৫ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, '৮৬ সালে সুহৃদ সাহিত্য গোষ্ঠির স্বর্ণপদক এবং '৮৭ সালে একুশে পদক পান।

বিভিন্ন মহলের শোক

গতকাল বিকেলে অধ্যাপক হেনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তার আত্মীয়স্বজন এবং গুণগ্রাহীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত তার বাসায় ভিড় করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ, জাতীয় সংসদের স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখত পৃথক পৃথক শোকবাণীতে অধ্যাপক হেনার অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া এক বিবৃতিতে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

অন্যদের মধ্যে যারা পৃথক পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন তারা হচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদার, ডাকসু, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ, ঋত্বিজ শিল্পী গোষ্ঠী, গীতি কবি সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদল, কলকন্ঠ, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ, থিয়েটার, নাট্যচক্র, যুব ইউনিয়ন, সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা আ স ম আবদুর রব, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদ, টেলিভিশন সম্প্রচার ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, জাতীয় জনতা পার্টি, ক্রান্তি, ঐক্য জাসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ, ডাকসুর সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক অশোক কর্মকার, জাতীয় ছাত্র লীগ, পদাতিক নাট্য সংসদ, সূর্যসেন হলের ভিপি আফজাল হোসেন, মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এবং নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি হাবিবুল ইসলাম ও জিএস হাবিবুন্নবী প্রমুখ।